৩০ ডিসেম্বর ২০২০

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

‘পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষায় প্রয়োগকারী কর্মকর্তার ভূমিকা ও করণীয়’

আজ ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে নাগরিক জোট (সিআইডিভি কোয়ালিশন) এর আয়োজনে ‘পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষায় প্রয়োগকারী কর্মকর্তার ভূমিকা ও করণীয়’ শিরোনামে একটি অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় সিআইডিভি কোয়ালিশন এর সদস্যবৃন্দ ‘পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০’ এর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা, এই সংক্রান্ড় মামলা দায়ের, পরিচালনা ও ফলাফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল বিশেষকরে প্রয়োগকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কাজের পরিসর নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। উক্ত সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও কল্যাণ) জনাব কামরুন নাহার।

বক্তারা বলেন, এ বছর পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে। তবে এখনও আইনটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনসহ সাধারণ জনগণের মাঝে সচেতনতার অভাব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিচারক ও আইনজীবীগণ আইনটি সম্পর্কে জানলেও এই আইনের বিধিমালায় প্রদত্ত ফরমেটগুলো ব্যবহারের বিষয়ে সীমাবদ্ধতা থাকে। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর অধীনে ‘প্রয়োগকারী কর্মকর্তা’ হিসেবে দায়িত্ব পালন করার বিধান থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন দেখা যায় না বা তারা দায়িত্ব পালনে বা অভিযোগ গ্রহনের বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হন। এছাড়া সাধারন জনগণ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন , ২০১০ সম্পর্কে অবগত না থাকার কারনে সকলে আইনটির সুফল পাচ্ছেনা, এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুরা যথাযথ আইনী পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারছেননা। এই পরিস্থিতিতে, জর“রী তথ্যসমূহ সকলের জন্য সহজলভ্য করে ও আইনগত ফাঁকফোকর যথাযথভাবে চিহ্নিত করে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আহবান জানানো হয়।

আইনটির পূর্ণ প্রয়োগে পারিবারিক সহিংসতা জোটের পক্ষ থেকে সুপারিশসমূহ:

১. বিশেষ পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল কোর্ট অর্ডিনেন্স এ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনে, ২০১০ এর অধীনে সুরক্ষা আদেশ প্রাপ্তির জন্য আবেদন, ইলেক্ট্রনিক সাক্ষ্য গ্রহণ ও ভিডিও কলের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহন করার বিষয়সমূহ অন্ড়র্ভুক্ত করা;
২. প্রয়োগকারী কর্মকর্তার দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সকল উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৩. আইনী সহায়তা পাওয়ার যোগ্য ব্যাক্তি ও পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুনানীর ব্যবস্থা করা;
৪. বাংলাদেশে পুলিশ এর অনলাইনে জিডি ও অভিযোগ দায়ের প্রক্রিয়া সক্রিয় করা এবং অন্যান্য গুর“ত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে পারিবারিক সহিংসতাকে বিশেষভাবে গুর“ত্ব দেয়া;

৫. থানাসমূহে নারী বিষয়ক আলাদা একটি ডেস্ক ব্যবস্থা করা, যেখানে একজন নারী পুলিশসহ দুই জন পুলিশ সদস্য থাকবেন যারা পারিবারিক সহিংসতার বিষয়ে সংবেদনশীলভাবে নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রয়োগকারী কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় সাধন করবেন;

৬. আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্র সমূহের সেবার মান উন্নোয়নে কাজ করা;

৭. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর বিষয়ে সরকারীভাবে সারাদেশে সকল অংশীজনসহ সাধারণ জনগণের জন্য সচেতনতা প্রোগ্রাম আয়োজন করা;

৮. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর বর্তমান সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে আইনটির সংযোজন ও সংশোধনের কাজ করা;

৯. কেন্দ্রীয়ভাবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা অর্থাৎ প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রমের তদারকি ও পরীবিক্ষণ বৃদ্ধি করা;

১০. বিচারক, আইনজীবী ও পুলিশ কর্মকর্তাদের পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

বার্তাপ্রেরকঃ

মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
ই-মেইলঃ mahbuba@blast.org.bd